بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

পবিত্র রমযান মাসের সমাপ্তি উপলক্ষে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার আলোকে জামা'তের বন্ধুদের প্রতি মূল্যবান উপদেশ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৮শে মার্চ, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিয়েছেন যে আমরা এই রমযান অতিক্রম করেছি। আল্লাহ্র এটি অপার অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের অধিকাংশকে রোযা রাখার এবং ইবাদতের তৌফিক দান করেছেন। কিন্তু এর সাথে আমাদের এই বিষয়েও মনোযোগী হওয়া উচিত যে শুধুমাত্র রমযানের রোযা রাখা এবং ইবাদত করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় না, বরং আল্লাহ্ আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছেন যে আমাদের স্থায়ীভাবে তাঁর ইবাদতকারী হতে হবে। সুতরাং যারা এই রমযানে ইবাদতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাদের এখন দায়িত্ব হলো এই নেক আমলগুলো অব্যাহত রাখা। এর জন্য দোয়াও করতে হবে এবং প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে।

যেমন রমযান গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রতিটি নামায এবং প্রতিটি জুমুআ'ও গুরুত্বপূর্ণ। এটা ভাবা ভুল যে শুধু রমযানের শেষ জুমুআ বরকতময়, বরং প্রতিটি জুমুআ'ই গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময়। এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং আমাদের তাঁকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন, কীভাবে আমরা একজন ভালো মু'মিন এবং মহানবী (সা.)-এর একজন উত্তম অনুসারী হতে পারি। তিনি (আ.) একবার বলেন, আমি বহুবার আমার জামা'তকে বলেছি যে, শুধু আমার বায়'আতের উপর নির্ভর কোরো না। যতক্ষণ না তোমরা এর প্রকৃত সত্যে পৌঁছাবে, ততক্ষণ মুক্তি সম্ভব নয়। যদি কোনো মুরীদ নিজেই আমলকারী (কর্মনিষ্ঠ) না হয়, তবে পীরের পবিত্রতা তাকে কোনো উপকার সাধন করতে পারে না। তিনি (আ.) আরও বলেন, 'আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি- **কিশতিয়ে নূহ**। এই গ্রন্থটি বারবার পড়ো। আল্লাহ্ বলেন যে, সেই ব্যক্তি সফল, যে নিজেকে পবিত্র করেছে।

যখন তোমরা এই শিক্ষা অনুসরণ করবে, তখনই এর কল্যাণ লাভ করবে। হাজার হাজার পাপাচারী, ব্যভিচারী, মদ্যপ এবং দুষ্কৃতকারী দাবি করে যে তারা মহানবী (সা.)-এর অনুসারী, কিন্তু বাস্তবে কি তারা সত্যিই তাই? তারা কি প্রকৃত অর্থে মহানবী (সা.)-এর উম্মত বলে গণ্য হতে পারে? কখনোই না! প্রকৃত উম্মত সেই, যে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আমল করে।

তিনি (আ.) বলেছেন, যদি এই জামা'তে প্রবেশ করো, তাহলে এর শিক্ষার উপর আমল করো। জামা'তে প্রবেশ করার পর কষ্টও সহ্য করতে হয়। যদি কষ্ট না আসে, তাহলে সওয়াব কীভাবে অর্জিত হবে? আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) মক্কায় তেরো বছর ধরে কষ্ট সহ্য করেছেন, আর তোমরা জানো না সেই যুগের কষ্ট কেমন ছিল। তাই সর্বদা মনে রেখো, কষ্ট তো আসবেই, কিন্তু যখন এই কষ্ট মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের উপর এসেছিল, তখনও তিনি (সা.) ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন। এর ফলাফল কী হয়েছিল? এর ফলাফল ছিল শেষপর্যন্ত শত্রুদের ধ্বংস। তোমরা দেখবে, যারা আজ তোমাদের কষ্ট দিচ্ছে, তারা ভবিষ্যতে কোথাও থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি এই জামা'তকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করবেন। আজ তোমরা সংখ্যায় কম বলে তোমাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, কিন্তু যখন এই জামা'ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তারাই চুপ হয়ে যাবে। এই পৃথিবীর নিয়মই এমন, এবং নবীদের জামা'তের ইতিহাসও আমাদের তাই দেখায়।

হুযূর (আ.) বলেন, ধৈর্যও একটি ইবাদত...আমাদের জামা'ত ঐশী সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত, এবং কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে ঈমান আরও দৃঢ় হয়। ধৈর্যের মতো আর কিছু নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাক্ওয়া সম্পর্কে উপদেশ প্রদানকালে বলেছেন : ইতিহাস সাক্ষী যে, সত্যিকারের মুসলমানদের প্রথমে ধৈর্য ধরতে হয়। সাহাবাদেরও এমন সময় পার করতে হয়েছে...যখন কেউ তাক্ওয়ার পথ অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ্ তার জন্য পথ খুলে দেন। মানুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে তিনি (আ.) আরও বলেন: তোমরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে বসো, যত বেশি তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে, তত বেশি আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন। আজকের যুগে ধর্মীয় অরাজকতা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে একস্থানে বলেন: আমাদের জামা'তের জন্য জরুরি যে, এই চরম অশান্তির যুগে-যেখানে চারদিকে বিভ্রান্তি ও গাফিলতির বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে-তাক্ওয়া অবলম্বন করা।

হুযূর আনোয়ার বলেন, আজকের যুগে এমন কিছু নেই যা মানুষকে পাপের দিকে টেনে নিচ্ছে না। এমন সময়ে আমাদের দায়িত্ব হলো, সেই সকল পাপাচার থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। হুযূর আনোয়ার বলেন, তাক্ওয়া এমন কিছু নয় যা শুধু কথার মাধ্যমে অর্জিত হয়, শয়তান সবসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, এমনকি তাকওয়াবানরাও কখনো কখনো তার ধোঁকায় পড়ে যায়। এতে মানুষের প্রকৃত দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাই যারা তাকওয়ার পথে চলতে চায়, তাদের অত্যন্ত সাবধানে চলতে হবে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন একজন ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে সমস্ত শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। তিনি বলেন, একজন সত্যিকারের মুত্তাকি (পরহেজগার) হওয়ার জন্য ব্যভিচার, চুরি, অন্যের অধিকার হরণ করা, রিয়া (দেখানো ইবাদত), অহংকার, অবজ্ঞা, কৃপণতা-এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং মন্দ স্বভাব ও নৈতিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তম চরিত্র অর্জনেরও চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র তখনই প্রকৃত তাক্ওয়া অর্জিত হয়।

নেক আমলের মাধ্যমে উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হল, মানুষের প্রতি সদয় হওয়া, উত্তম আচরণ করা, সহানুভূতি প্রদর্শন করা, আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকা ইত্যাদি। এসব গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমেই একজন প্রকৃত খোদাভীরু আখ্যায়িত হতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: এমন মানুষদের জন্য আল্লাহ্ নিজেই অভিভাবক হয়ে যান। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, 'তারা কখনোই ভয় পাবে না এবং দুঃখিত হবে না।' অপর এক স্থানে বলেছেন, আল্লাহ্ শুধু পুণ্যবান লোকদেরই অভিভাবক হন। হুযূর

(আ.) বলেন, 'তোমাদের অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও মহিমার ধারা বহমান রাখো, আর এর জন্য নামাযের চেয়ে উত্তম কিছু নেই।' মূল বিষয়গুলি হলো, আল্লাহ্‌র সামনে আমাদের নেক আমল পেশ করা এবং তাঁর হক আদায় করা। আর এর জন্য সর্বোত্তম জিনিষ হলো 'নামায'। হুযূর আনোয়ার বলেন: আমরা রমযান অতিবাহিত করেছি, নামাযের বিশেষ পরিবেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, নেক আমলের এক বিশেষ অবস্থায় থেকেছি। এখন রমযানের পরও এগুলোকে অব্যাহত রাখা জরুরি, কারণ আল্লাহ্‌র রহমতকে আকর্ষণ করার এটিই উপায়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন: "রোযা বছরে একবার আসে। যাকাত শুধু সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্যই প্রযোজ্য, এবং সেটিও একটি সওয়াবের কাজ। কিন্তু নামায-এটি এমন ইবাদত যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পাঁচবার আদায় করতে হয়। তাই কখনোই নামাযকে অবহেলা করো না। বারবার নামায পড়ো, এবং এভাবে পড়ো যেন তুমি এমন এক মহাশক্তিধর সত্তার সামনে দাঁড়িয়েছ, যিনি ইচ্ছা করলেই তোমার দোয়া সাথে সাথেই গ্রহনীয়তার মর্যাদা দান করতে পারেন।"

তিনি (আ.) আরও বলেছেন: আমাদের জামা'তের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো-তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাক, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও গভীর বুৎপত্তি অর্জিত হোক। নেক আমলে কখনো যেন অলসতা ও আলস্য দেখা না দেয়। কারণ, যদি অলসতা প্রবেশ করে, তবে ওযু করাও কষ্টকর মনে হবে, আর তাহাজ্জুদ পড়া তো আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যদি সৎকর্ম করার শক্তি সৃষ্টি না হয় এবং সৎকর্মে একে অপরের থেকে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ না থাকে, তাহলে জামা'তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাও কোনো কাজে আসবে না। তিনি (আ.) বলেন, 'আমাদের জামা'তে সে-ই প্রবেশ করে, যে আমাদের শিক্ষা ও আদর্শকে নিজের জীবনের নীতিসংহিতা হিসেবে গ্রহণ করে এবং যথাসাধ্য এর ওপর আমল করে। কিন্তু যে কেবল নামমাত্র জামা'তের সদস্য হয়ে থাকে অথচ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে না, সে যেন মনে রাখে যে, আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে একটি বিশেষ জামা'ত বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই শুধু নাম অন্তর্ভুক্ত করালেই কেউ এই জামা'তের প্রকৃত সদস্য হতে পারবে না। তাই যতটা সম্ভব তোমাদের আমলকে সেই শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করো যা তোমাদের দেওয়া হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আমল হচ্ছে ডানার মতো। আমল ছাড়া কেউ আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে ওড়ার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ্‌র ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ কী? হুযূর (আ.) বলেন: "আল্লাহ্‌র ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ হলো-তোমার বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান, এমনকি নিজের অস্তিত্বের চেয়েও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করো, যেমন তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করো-বরং তার চেয়েও গভীর ভালোবাসা ও মহব্বতের সঙ্গে স্মরণ করো।"

হুযূর আনোয়ার বলেন: এই রমযানে আমরা যেমন উত্তম চরিত্র ও ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দিয়েছি, সে মনোযোগ সারা বছর বজায় থাকা উচিত। এটি রমযানের সঙ্গে শেষ হওয়া উচিত নয়, বরং সারা বছর চলতে থাকা উচিত। যখন এই প্রচেষ্টা সারা বছর অব্যাহত থাকবে, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: যদি তোমরা দুনিয়াদারদের মতো জীবন যাপন করো, তাহলে এর কোনো লাভ হবে না। তোমরা আমার হাতে তওবা করেছ, আর এই তওবা প্রকৃতপক্ষে পুরোনো জীবন থেকে এক নতুন জীবনে পুনর্জন্ম নেওয়ার মতো। যদি বায়'আত হৃদয় থেকে না আসে, তাহলে এর কোনো ফল নেই। আমার বায়'আতে (শপথ) আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ের প্রকৃত স্বীকারোক্তি চান। সুতরাং, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করে এবং সত্যিকার তওবা করে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। সে এমনভাবে নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। তখন ফেরেশ্‌তারা তার সুরক্ষা করেন। যদি কোনো গ্রামে একজন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি থাকে, তবে আল্লাহ্ তার সৎ কর্মের প্রতিদানে ওই সমুদয় গ্রামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু যখন কোনো বিপর্যয় আসে, তখন তা সবার ওপর নেমে আসে। তবুও আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কোনো না কোনো উপায়ে রক্ষা করেন।

হুযূর আনোয়ার খুতবার শেষে বলেন: আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমাদের নিজেদের, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত। একইসঙ্গে, তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে বিশ্বকে একত্রিত করার চেষ্টা চালাতে হবে। তবে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ পরিবর্তন আনতে হবে এবং দোয়াকে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিতে হবে, যাতে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি এবং বিশ্বকেও নিরাপদ রাখতে পারি। বিশ্ব দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ চাইলে মানবতার সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন এবং তাদের অন্তর পরিবর্তন করে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। আর যদি ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে আল্লাহ মু'মিনদের রক্ষা করবেন। তবে এ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অবশ্যই নিজেদের কর্মকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাদের ওপর সর্বদা বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ্ আমাদের সেই উপলব্ধি দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কীভাবে আমাদের ইবাদতকে জীবিত রাখতে হবে, কীভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে, কীভাবে তাক্ওয়ার পথে চলতে হবে, কীভাবে উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে, কীভাবে তাওহীদকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং কীভাবে বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। যখন এই উপলব্ধি আমাদের মধ্যে জন্ম নেবে, তখনই আমরা সত্যিকারের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বায়'আতের (শপথের) যথাযথ অধিকার আদায় করতে সক্ষম হব।

আল্লাহ্ করুন যেন আমরা আমাদের বায়'আতের প্রকৃত হক আদায় করতে পারি এবং এই রমযান আমাদের জন্য বরকতময় হয়ে উঠুক। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে তাঁর রহমত, অনুগ্রহ ও বরকতের চাদরে আবৃত করেন। আল্লাহ্ করুন যেন আমরা আগামী দিনগুলি, পুরো বছর এবং আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদতের হক আদায় করতে পারি এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকারও যথাযথভাবে আদায় করতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের এ তৌফিক দান করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

28 March 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat